বাংলাদেশ হাই কমিশন
কলম্বো, শ্রীলঙ্কা

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

শ্রীলংকা-বাংলাদেশ সংসদীয় মৈত্রী সংঘ গঠিত

কলম্বো, বৃহস্পতিবার, ৯ জুন ২০১৬

শ্রীলংকার অষ্টম সংসদের সদস্যগণের অংশগ্রহণে আজ শ্রীলংকা-বাংলাদেশ সংসদীয় মৈত্রী সংঘ গঠিত হয়।

সদ্য-প্রতিষ্ঠিত মৈত্রী সংঘটির জন্য একটি ৭-সদস্য বিশিষ্ট ব্যুরো এবং একটি ১৫-সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হয়। ব্যুরো সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যথা সভাপতি রিশাদ বাতিউদ্দীন; সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ মাহরুফ, অরবিন্দ কুমার ও আলাওয়াথুওয়ালা; সচিব বিমল রত্নায়াকে; সহকারী সচিব হেক্টর হাপ্পুহামি; এবং কোষাধ্যক্ষ সুদর্শিনী ফারনান্দোপুল্লে। এঁরা সংসদে প্রতিনিধিত্বকৃত্ব বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য।

উল্লেখ্য, রিশাদ বাতিউদ্দীন শ্রীলংকার বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী। তিনি বাংলাদেশ-শ্রীলংকা যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের কো-চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে আসছেন। অন্যদিকে, সুদর্শিনী ফারনান্দোপুল্লে সেদেশের নগর পরিকল্পনা ও পানি সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী। তাছাড়া, সংঘটির সাধারণ সদস্যদের মধ্যে বন্দর ও নৌ পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন রণতুঙ্গ, নগর পরিকল্পনা ও পানি সরবরাহ মন্ত্রী রউফ হাকিম এবং জাতীয় সম্পৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী এ, এইচ, এম, ফাউজি-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীলংকার দাপ্তরিক রাজধানী শ্রী জয়বর্ধনেপুরে কোট্টে-তে অবস্থিত সংসদ কমপ্লেক্স-এর একটি কমিটি কক্ষে অনুষ্ঠিত এক সভার মাধ্যমে এই সংসদীয় মৈত্রী সংঘটির গঠন ও নির্বাচন সম্পন্ন হয়। সভাটিতে সভাপতিত্ব করেন সংসদের স্পীকার কারু জয়সুরিয়া। এতে বক্তব্য রাখেন শ্রীলংকায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার তারিক আহসান এবং মৈত্রী সংঘটির সদ্য-নির্বাচিত সভাপতি রিশাদ বাতিউদ্দীন। এতে হাই কমিশনের উদ্যোগে বাংলাদেশের ওপর একটি প্রামান্য ভিডিও চিত্র-ও প্রদর্শন করা হয়।

স্পীকার কারু জয়সুরিয়া তাঁর স্বাগত বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, শ্রীলংকা ও বাংলাদেশের মধ্যে গভীরে প্রোথিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কই এই মৈত্রী সংঘটি গঠনে প্রেরণা যুগিয়েছে। তিনি বিশ্বাস ব্যক্ত করেন যে, দু'দেশের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ককে আরো উন্নীত করায় সরকারের প্রচেষ্টার পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে এই মৈত্রী সংঘ। তিনি তাঁর সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফরের সাফল্যের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আশা পোষণ করেন যে, শ্রীলংকা সংসদের এই মৈত্রী সংঘটির একটি প্রতিরূপ অচিরেই বাংলাদেশ সংসদেও গঠিত হবে।

হাই কমিশনার তারিক আহসান তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, সংঘটি একটি সুপ্রসন্ন সময়ে আত্মপ্রকাশ করল, যখন কলম্বোতে বাংলাদেশ হাই কমিশন তার প্রতিষ্ঠার ৪০ বছর পূর্তি পালন করছে। তিনি বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বর্তমান চিত্র তুলে ধরেন। তিনি আশা পোষণ করেন যে, বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছার চেতনায় সংঘটির সদস্যগণ দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরো গতিশীল করতে সাহায্য করব। তিনি সংঘটির সাফল্য কামনা করেন এবং এর কাজে হাই কমিশনের পক্ষ থেকে সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

মন্ত্রী রিশাদ বাতিউদ্দীন তাঁকে এ সংঘের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করায় উপস্থিত সংসদ সদস্যগণকে ধন্যবাত জানান। বাংলাদেশের সাথে তাঁর দীর্ঘ সম্বন্ধে সন্তোষ প্রকাশ ক'রে তিনি বলেন যে, ব্যুরোর অন্য সদস্যদের সাহায্য ও সমর্থন নিয়ে তিনি বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরো শক্তিশালী করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহন করবেন।

উল্লেখ্য যে, শ্রীলংকা-বাংলাদেশ সংসদীয় মৈত্রী সংঘ দীর্ঘ ১২ বছর পর পুনর্জীবিত হল। এ সংঘটি সর্বশেষ ২০০১ সনে গঠিত হয়েছিল এবং এর স্থায়িত্ব ছিল ২০০৪ সনের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত।